মুহাম্মদ রুহুল কাদের
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

পাঠ উপস্থাপন # ৯
নির্বাচনি পরীক্ষা ২০২০
সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

আজ যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো।
"আহবান" - বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-- ১৯৫০)

পাঠ পরিচিতি:
=========

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রকৃতি প্রেম ও অধ্যাত্মচেতনায় সফল রচনাশৈলীর কথাশিল্পী হিসেবে নন্দিত ও সার্থক শিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর গল্প উপন্যাসে সহানুভূতিশীল অন্তরদৃষ্টি দিয়ে যেভাবে মানুষকে দেখেছেন তেমনি গ্রাম বাংলার নৈসর্গিক চিত্রল বর্ণনাও খুঁজে পাই শিল্প সুষমার অপরূপভাষ্যে। মানুষকে তিনি দেখেছেন গভীর মমত্ববোধ ও নিবিড় ভালোবাসায়। তাঁর গদ্য কাব্যময় বর্ণনাও চিত্রসৌন্দর্যে মন কেড়ে নেয়।
"আহবান" গল্পটি কিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলি থেকে সংকলিত। এ গল্পটি উদার মানবিক সম্পর্কের চমৎকার একটি গল্প। মানুষের স্নেহ- মমতা- প্রীতির যে বাঁধন তা ধন সম্পদে নয় , হৃদয়ের নিবিড় আন্তরিকতার স্পর্শেই গড়ে ওঠে। ধনী-দরিদ্র নিয়ে শ্রেণি বিভাজন ও বৈষম্য বভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে যে দূরত্ব সংস্কার ও গোঁড়ামির ফলে গড়ে ওঠে তাও ঘুচে যেতে পারে -- একান্ত স্নেহ ও উদার হৃদয়ের আন্তরিকতা ও মানবীয় দৃষ্টির ফলে। দারিদ্র্য-পীড়িত গ্রামের মানুষের সহজ সরল জীবনধারার প্রতিফলনও এই গল্পের অন্যতম উপজীব্য। গল্পে লেখক দুটি ভিন্ন ধর্ম , বর্ণ ও আর্থিক অবস্থানে বেড়ে- ওঠা চরিত্রের মধ্যে সংকীর্ণতা ও সংস্কারমুক্ত মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। গ্রামীণ লোকায়ত প্রান্তিক জীবনধারা শাস্ত্রীয় কঠোরতা থেকে যে অনেকটা মুক্ত সে-সত্যও এ গল্পে উন্মোচিত হয়েছে।

শিখনফল:
=======

ক) সুন্দর পৃথিবী গড়ার মানসিকতা গড়ে উঠবে
খ) উদার মানবিক সম্পর্কের বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবে।
গ) ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে মানুষের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবে।
ঘ) সংকীর্ণতা ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে।
ঙ) মানব প্রেমের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবে।
চ) স্নেহের টান মানুষকে কীভাবে ধর্ম-বর্ণের বিভেদের ঊর্ধ্বে নিয়ে যায় সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

লেখক পরিচিতি:
============

জন্ম - মাতুলালয় মুরারিপুর গ্রাম চব্বিশ পরগনা, ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪
ঔপন্যাসিক, পৈতৃক নিবাস- ব্যারাকপুর গ্রাম , চব্বিশ পরগনা।
পিতা: মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
মাতা: মৃণালিনী দেবী

বাল্য ও কৈশোর দারিদ্র্যের মধ্যে কাটে। পিতার পেশা ছিল কথকতা ও পৌরহিত্য। স্থানীয় বনগ্রাম স্কুল থেকে ১৯১৪ -তে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাস। কলকাতা রিপন কলেজে ভর্তি ১৯১৬ তে এ কলেজ হতে প্রথম বিভাগে আই এ এবং ১৯১৮ -তে ডিস্টিংশনে বি এ ডিগ্রি লাভ।

প্রথমে গৌরী দেবীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ (১৯১৮)।

প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর তেইশ বছর পর ১৯৪০ এ রমা দেবীকে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ।

কর্মজীবন: শিক্ষকতাই করেছেন

ক) হুগলি জেলার জাঙ্গীপাড়া স্কুলে

খ) সোনাপুর হরিনাভি স্কুলে

গ) কলকাতা খেলাৎচন্দ্র মেমোরিয়েল স্কুলে ও

ঘ) ব্যারাকপুরের নিকটবর্তী গোপালনগর স্কুলে

শরৎচন্দ্রের পরবর্তীকালে বাঙালি ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিভূতিভূষণের জনপ্রিয়তা অনন্য ছিল। বাংলা উপন্যাসের গতানুগতিকতার মধ্যে তাঁর মৌলিকতা ও সরস নবীনতা এক বিস্ময়কর ঘটনা। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য ও গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনাচরণের সজীব ও নিঁখুত চিত্র তাঁর উপন্যাসে মেলে।

প্রকৃতি ও মানব জীবনকে অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড সত্তায় ধারণ করেছেন তাঁর সাহিত্যে। তাঁর রচনায় তাই প্রকৃতি শুধু প্রাকৃতিক বর্ণনায় পর্যবসিত নয়, এর মধ্যে রয়েছে গভীর জীবনদৃষ্টি। বিভূতিভূষণের ভাষা মধুর ও কাব্যনিষ্ঠ। গীতিকবির ব্যক্তিত্ব সাপেক্ষে দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে পরিস্ফুট।

রচনাবলি :

উপন্যাস-

`পথের পাঁচালী` (১৯২৯)

`অপরাজিত (১৯৩১)

`দৃষ্টি প্রদীপ` (১৯৩৫)

`আরণ্যক` (১৯৩৮)

`আদর্শ হিন্দু হোটেল` (১৯৪০)

`দেবযান` (১৯৪৪)

`ইছামতী` (১৯৪৯)

ছোট গল্প সংগ্রহ:

মেঘমাল্লার (১৯৩১)

মৌরীফুল (১৯৩২)

যাত্রাবদল (১৯৩৪)

কিন্নর দল (১৯৩৮)

আত্মজীবনীমূলক রচনা: `তৃণাঙ্কুর` (১৯৪৩)

পথের পাঁচালী ও অপরাজিত বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ও বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। `পথের পাঁচালী` ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত। `ইছামতী` উপন্যাসের জন্য "রবীন্দ্র-পুরস্কার" লাভ (মরণোত্তর)

মৃত্যু : ঘাটশীলা, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৫০ (১৫ কার্তিক ১৩৫৭)

- - - - - - - - - - - - - -

উদ্দীপক

কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন দিন মজুর কেরামত। হঠাৎ দেখতে পান মৃতপ্রায় একটি শিশু পথের ধারে পড়ে আছে। পরম যত্নে তিনি শিশুটিকে ঘরে তুলে আনেন । নিজের ছেলে -মেয়ে নিয়ে অভাবের সংসারে স্ত্রী প্রথমে খানিকটা আপত্তি করলেও শিশুটির অবস্থা দেখে তিনিও বুকে জড়িয়ে ধরেন-- বড় করতে থাকেন নিজের সন্তান পরিচয়ে।

ক) বাড়িতে এলে গোপাল কোথায় খেত?
খ) বুড়ি কেন গোপালকে কাফনের কাপড় কিনে দিতে বলে?
গ) কেরামত দম্পতির মধ্য দিয়ে "আহবান" গল্পের কোন বিশেষ দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ) `উক্ত বিশেষ দিকটিই অনুচ্ছেদ ও "আহবান" গল্পের মূল উপজীব্য `-- বিশ্লেষণ করো।

ক) বাড়িতে এলে গোপাল খুড়ো মশায়ের বাড়িতে খেত।

খ) বুড়ি নিজেকে অসহায় ভেবে গোপালকে কাফনের কাপড় কিনে দিতে বলে।

অন্যের গলগ্রহ হয়ে বুড়ি জীবনধারণর করে। নিজের কোন আপনজন না থাকায় বৃড়ি নিজেকে অসহায় ভাবে। গোপালকে সে সন্তানতুল্য মনে করে আদর করে। তাই সে মরে যাওয়ার পর গোপালের কাছে কাফনের কাপড় দাবি করে।

গ ও ঘ সংকেতিক উত্তর

গ) কেরামত দম্পতির মধ্য দিয়ে "আহবান" গল্পে গোপাল ও বুড়ির স্নেহ-মমতার দিকটি বর্ণিত হয়েছে।

মানুষের স্নেহে-মমতা-ও প্রীতির যে বাঁধন তা ধন সম্পদের চেয়ে হৃদয়ের সম্পর্কেটাই প্রধান। ধনী -দরিদ্রে্যর শ্রেণিবিভাজন , বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মাঝেরযে বৈষম্য ও দূরত্ব উদার মানবিকতা ও আন্তরিকতায় তা ঘুচে যায়।

আহবান গল্পে জমির করাতির স্ত্রী থাকে এক পাতানো মেয়ের কাছে , তারও কেউ নেই। গোপাল একদিন গ্রামে এলে আমবাগানের ভেতর দিয়ে বাজারে যাওয়ার সময় বুড়ির সঙ্গে তার পরিচয় , বুড়িকে কিছু পয়সা দিয়ে চলে যায়। পরদিন সকালে বুড়িও লাঠি ভর দিয়ে গোপালের জন্য পাকা আম নিয়ে হাজির হয়। এভাবে একদিন কাঁচকলা, কচি শসার জালি , পাতি লেবু
নিয়ে প্রায় প্রতিদিন বুড়ি স্নেহের টানে আসে। উদ্দীপকের কেরামত দম্পতির বেলায়ও একই কথা । দিন শেষে দিনমজুর কেরামত বাড়ি ফেরার সময় মৃতপ্রায় শিশুকে দেখে তার মায়া জাগে, বাড়িতে নিয়ে আসে , নিজেরও অভাব তারপরও শিশুর প্রতি মায়া মমতার যে জাগরণ ঘটে কেরামত দম্পতির মধ্য দিয়ে "আহবান" গল্পের এ দিকটির প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ঘ) কেরামত দম্পতির মধ্য দিয়ে "আহবান" গল্পের গোপাল ও বুড়ির স্নেহ-মমতার বিশেষ দিকটির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কাজেই উক্ত বিশেষ দিকটিই অনুচ্ছেদ ও "আহবান" গল্পের মূল উপজীব্য - মন্তব্যটি যথাযথ।

আমাদের সমাজে নানান বৈ্য আছে ধর্মীয় গোঁড়ামি শ্রেণি বিভেদ প্রথা এসব মানুষের মাঝে দূরত্ব তৈরি করে । এ সব দূরত্ব ঘুচবে উদার হৃদয় ও আন্তরিকতার মধ্য দিয়ে। সে কথাই বিধৃত এখানে।

উদ্দীপকে বর্ণিত কেরামত একজন দিনমজুর । স্ত্রী ছেলে মেয়ে নিয়ে তার অভাবের সংসার। একদিন তিনি কাজ

শেষে বাড়ি ফেরার সময় পথের ধারে মৃতপ্রায় একটি শিশুকে স্নেহের টানে ঘরে তুলে আনেন। তার স্ত্রীও প্রথমে ইপত্তি জানিয়ে পরক্ষণেই শিশুটির প্রতি মায়ায় কাতরতা প্রকাশ করেন।বুকে জড়িয়ে নেন। অভাব অনটনের মধ্যেও নিজ সন্তানের মতো বড় করতে থাকেন।

উল্লেখিত আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণে বোঝা যায় উদ্দীপক ও গল্পের চরিত্রে বিষয়টির উপজীব্য কাছাকাছি। গল্পে জমির করাতির অসহায় বৃদ্ধা স্ত্রী নিজের ধর্ম আর অভাবের ঊর্ধ্বে উঠে গোপালের সঙ্গে স্নেহের বন্ধনে ইবদ্ধ হয়ে পড়েছে। উদ্দীপকের অভাবগ্রস্ত কেরামত দম্পতির মাঝেও তাউ দেখা যায়। "যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়" অবস্থা সেখানে কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর যত্ন নিতে তারা কসুর করছেন না। তাবিবিলতে পারি উক্ত বিশেষ দিকটিই অনুচ্ছেদ ও "আহবান" গল্পের মূল উপজীব্য।` ,

#রুহু_রুহেল
#বিশ_অক্টোবর_২০২০
#প্রয়োজনে: ০১৭১২ ৬১৮১৬৯